EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির কক্সবাজার ও টেকনাফ সফর: বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দীর্ঘ-মেয়াদি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

ঢাকা, ১০ই জুলাই -- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করতে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দীর্ঘ-মেয়াদি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে গত ৮-১০ জুলাই কক্সবাজার ও টেকনাফ সফর করেন। সফরের সময় তিনি বেশ কয়েকটি রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রদূত পত্নী লরেন মরিয়াটি এবং যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ক্যারি গর্ডন রাষ্ট্রদূতের সফরসঙ্গী ছিলেন।

কক্সবাজার সফরকালে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়িত পরিবেশ, স্বাস্থ্য, জ্বালানি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেন। প্রথমেই তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা-প্রাপ্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এই প্রকল্প গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করছে এবং দেশীয় পদ্ধতিতে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্রামীণ জনপদের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দিচ্ছে। দেশীয় পদ্ধতিতে সৌরশক্তি ব্যবহারকারী, নারী উদ্যোক্তা এবং গৃহে সৌর পদ্ধতি সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রশিক্ষিত নারী টেকনিশিয়ানদের সাথেও রাষ্ট্রদূতের দেখা হয়। তাদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বে অভিভূত হয়ে তিনি তাদের কঠোর পরিশ্রম ও দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন, যা তাদের জীবন-মান উন্নয়নে অবদান রাখে এবং জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

দিন শেষে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য-পুষ্ট ফিস্টুলা (ভগন্দর) চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা বিষয়ে আরো জানতে খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ফিস্টুলা নিরাময়ে সহায়তা করছে এবং ফিস্টুলা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ক তথ্য ছড়িয়ে দিতে এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে কম্যুনিটির লোকদের সাথে কাজ করছে। ২০০৫ সালে এই প্রকল্প শুরুর পর থেকে এই অর্থ দিয়ে তিনশ'র বেশি নারীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত পত্নী লরেন মরিয়ার্টি রোগীদের সাথে কথা বলে তাদেরকে সাহস দেন এবং সহানুভূতি দেখান।

এরপর রাষ্ট্রদূত হ্যাচারির কাজ এবং চিংড়ি পোনা উৎপাদন দেখতে চিংড়ি হ্যাচারি পরিদর্শন করেন। তিনি চিংড়ি জীবাণু পরীক্ষাগারও পরিদর্শন করেন। যেসব চিংড়ি চাষী সিডরে জীবিকা হারিয়েছে তাদেরকে এই পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পোনা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আগামী বছরগুলোতে চিংড়ি উৎপাদন ও আমদানিতে উৎকর্ষসাধন ও বৈচিত্র্য আনায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার চিংড়ি চাষীদের সাথে কাজ করবে।

পরদিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি টেকনাফে একটি মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রাম বিভাগে এই প্রথম স্থাপিত এই বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থানীয় বনভূমির জ্বালানিকাঠ ব্যবহারের

প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে। এই মাদ্রাসায় বায়োগ্যাসের ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর ৭.৫ টন জ্বালানিকাঠ সাশ্রয় হবে এবং ২৮৮ টি বড় গাছ বেঁচে যাবে; ৫০ টন গ্রিন হাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারবে না। পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য রাষ্ট্রদূত মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে এই উদ্যোগ বন সংরক্ষণে এবং কম্যুনিটিতে এর অনুকরণে সাহায্য করবে। মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপকালে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাদের ভূমিকা ও সংশ্লিষ্টতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সেদিন অপরাহ্নে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি মোচনী ন্যাচার পার্ক পরিদর্শন করেন এবং প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। প্রকৃতি-ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোগের ব্যাপক সম্ভাবনার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বাংলাদেশে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের জন্য স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি তিনি স্থানীয় জনগোষ্ঠীরও প্রশংসা করেন। এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে পুরো জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সরকারও জড়িত রয়েছে। তিনি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর আস্থা ও ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়নের প্রশংসা করেন। এই ক্ষমতায়ন ওই এলাকায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সুফল বয়ে এনেছে। তিনি সুষ্ঠু পরিবেশ প্রশাসন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আরো বেশি স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে সক্রিয় সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

ন্যাচার রিজার্ভ পরিদর্শনের পর রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি তাল, নিউ লেদা এবং কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি স্থানীয় কর্মকর্তা ও শিবিরে বসবাসকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং শরণার্থীদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেন।

কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির তিনদিনের সফর সমাপ্ত হয়। পল্লী-বিদ্যুৎ সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সুবিধাভোগীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রদূত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এবং সুষ্ঠুভাবে সমিতি পরিচালনার জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানান। তিনি নতুন সংযোগপ্রার্থী এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদানের জন্য অপেক্ষমান সুবিধাভোগীদের সাথেও কথা বলেন এবং তারা যে সেবা পাচ্ছে তাতে তাদের সন্তুষ্টি সম্পর্কে জানতে চান। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এটিকে সহায়তা দিয়ে আসছে এবং গ্রামীণ এলাকায় জ্বালানি খাতে সহায়তা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ২২০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রদান করেছে।

বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে অধিক সচছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা; আরো বেশি শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান ও উৎপাদনশীল একটি জনগোষ্ঠী গঠনে সহায়তা করা; এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে অর্থ যোগানো, আর উন্নত খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ প্রশমনে সহায়তা করা। গত ১৯৭১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বাংলাদেশকে ৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রদান করেছে।

==========

জিআর/২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*